টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে মাঘ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

ভূমিক্ষয় দর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

ফরাক্কা—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় গঙ্গানদীর ব্যাপক ভূমিক্ষয় সরেজমিনে দেখতে ফরাক্কায় এসেছিলেন। লঞ্চে করে গঙ্গা-নদীর অনেকটা জায়গা তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন। শ্রীরায় ভূমিক্ষয় রোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিভিন্ন অফিসারদের সঙ্গে এইদিন এক বৈঠকে মিলিত হন।

অকেজো পাম্পসেট গ্রামবাংলার কৃষকদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে

সাগরদীঘি, ৩রা ফেব্রুয়ারী—গ্রামবাংলার কৃষকদের কাছে পাম্পসেট বিক্রেতারা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে নামী কোম্পানীর ছাপমারা নকল পাম্পসেট বিক্রী করেছেন। এতে কৃষক দের চাষকার্যে উৎসাহ তো বাড়েইনি—বরং মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে।

এই থানার ডাঙ্গরাইল গ্রামের খুরসেদ সেখ নামে জনৈক কৃষক এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পরামর্শক্রমে গত ৭ই মার্চ, ১৯৭২ তারিখে এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের একটি পাম্পসেট খরিদ করেছিলেন (ইঞ্জিন নং—২৭৬, পাম্প নং—২৬৬)। কিন্তু প্রয়োজনের সময় জমিতে জল পাওয়া তো দূরের কথা, মার্চ থেকে নভেম্বর (১৯৭২) মাসের মধ্যেই চার থেকে পাঁচ-বার ঐ সেট খারাপ হয়েছিল। ফলে তাঁর চাষকার্যে ব্যাঘাত ঘটেছিল। ঐ সেটের জন্য ৩ বিঘা জমির আই, আর ৮ এবং ৩০ বিঘা জমিতে বেগুনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। বাধ্য হয়ে ঐ কৃষক আদালত মারফৎ গত ২৮/১১/৭২ তারিখে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে এক নোটীশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে ঐ পাম্প-সেট বদলে ভালো পাম্পসেট না দিলে ব্যাঙ্কের কিস্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শুধু খুরসেদ সেখই নন, ঐভাবে প্রতারিত বহু কৃষককেই প্রায়ই ঐ সব কোম্পানীর এজেন্টদেরকে তাঁদের মেশিন সারিয়ে দেবার জন্য খোঁজ করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঐ হতভাগ্য কৃষকরা জানেন না যে ঐ সমস্ত কোম্পানীর নাম সরকার 'ব্ল্যাক লিষ্টে' তুলে দিয়েছেন এবং ঐ সমস্ত প্রতারক এজেন্টরা গা-ঢাকা দিয়েছেন! এখন তাঁদের অকেজো পাম্পসেটগুলির কি হবে—এর সদুত্তর কে দেবেন?

বহু কলঙ্কিত কার্য্যের নায়ক পলাতক আসামী মুকলেসুর রহমান গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই ফেব্রুয়ারী—আজ দুপুর বারটা নাগাদ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি শ্রীনির্মল দাস পুলিশবাহিনীসহ উমরপুর মোড়ের এক গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে এ অঞ্চলের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত এবং বহু কলঙ্কিত কার্য্যের নায়ক মুকলেসুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃত ব্যক্তি একজন সরকার ঘোষিত পলাতক আসামী (Proclaimed offender). সে আজ প্রায় ৬' বছর ধরে আত্মগোপন করে আসছিল। তার বিরুদ্ধে চোরাই চালান, ডাকাতি, খুনের একাধিক অভিযোগ পুলিশ দপ্তরে আছে। দীর্ঘদিন ধরে তার অনুসন্ধান চলছিল। কিন্তু কোন হদিস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন আগেও মুর্শিদাবাদের এস, পি তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। পলাতক মুকলেসের বিরুদ্ধে মিসা আইন বলবৎ আছে বলে সংবাদে জানা যায়।

ধৃত আসামী মুকলেস পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে তার দল রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় কোন তার কাটেনি। বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে তার দল তার কাটার কাজ চালাচ্ছে। পুলিশীসূত্রে প্রকাশ, ধৃত আসামী পুলিশের সামনে আরও অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করেছে।

শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে শ্রেণী বয়কট

বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

নিমতিতা, ৩০শে জানুয়ারী—গত ২৯/১/৭৩ হতে নিমতিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ ও ক্লাস বর্জন চলেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির কিছু সদস্য সম্পাদকের সমর্থনে কমার্স বিভাগে একজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। জানা গিয়েছে যে, ঐ পদে পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে ঐ শিক্ষক সবচেয়ে যোগ্যতায় ন্যূন বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তবুও তিনি নিযুক্ত হন। এরই ফলশ্রুতিতে ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে শ্রেণী বয়কট করে। শোনা যাচ্ছে যে, যে সদস্যেরা এই শিক্ষকের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাঁদের নাকি কমিটির সদস্যপদে বহাল থাকার সাংবিধানিক অধিকার নাই। ৪/২/৭৩ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা যায়, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে মাঘ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ মানবিক দাবী ॥

আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে লেখা জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবেদনপত্রের একটি প্রতিলিপি পাইয়াছি। উক্ত আবেদনপত্রে ৪র্থ যোজনার অন্তর্ভুক্ত জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত খরচ ১৫,৬৫,৭০০৲ টাকার দুই-তৃতীয়াংশ সরকারী অনুদান ও বাকি এক-তৃতীয়াংশ ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে। এখানে জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, পৌর এলাকায় দরিদ্র করদাতার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রতিষ্ঠানের অতি সীমিত আয়ের দ্বারা প্রতিবৎসর নূতন নলকূপ বসান এবং মেরামত করার পৌনঃপুনিক ব্যয়ভার বহন করা সুকঠিন।

জানা গিয়াছে যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে সরকারী প্রযোজনায় বিভিন্ন দায়িত্বশীল দপ্তরকৃত তদন্ত ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটি নানা অফিসের মঞ্জুরী পাইলেও সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ (জনস্বাস্থ্য শাখা)-এর সহকারী সচিব লিখিত পত্র (নং PH/H2/278/1W—51/70 তাং ১৮-৩-৭২) হইতে জানা যায় যে, ঋণ পরিশোধ করিবার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা এই পৌরসভা যতদিনে অর্জন না করিবে, ততদিন পরিকল্পনাটির মঞ্জুরী সম্ভব নহে।

এই পরিকল্পনাকে বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে বহরমপুরে রাজ্যপালের নিকট এই মর্মে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাহারও ভাগ্য অজ্ঞাত। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে শ্রীচট্টোপাধ্যায় আবেদনে ইহাও জানাইয়াছেন যে, সরকার এমন কিছু কিছু শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন যাহাদের জনসংখ্যা, আয় এই পৌরশহরের জনসংখ্যা ও আয়ের চেয়ে কম।

আমাদের বক্তব্য : এই তথ্য যদি সত্য হয়, তবে এমনভাবে প্রচেষ্টাটিকে হত্যা করা হইল কেন? তাহা ছাড়া প্রস্তাবিত খরচের এক-তৃতীয়াংশ ঋণ হিসাবে চাওয়া হইয়াছে; সুতরাং পরিশোধের দায়িত্ব পৌরসভার থাকিবেই। এই দিকটি উপেক্ষিত হইল কেন?

আমরা শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহের জন্য সাধুবাদ জানাই। সরকারকে অনুরোধ, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করুন। ভাগীরথী বৎসরের নয় মাস শুষ্ক থাকে। সুতরাং জনস্বাস্থ্য তথা জনস্বার্থ উপলব্ধি করিয়া সরকারপক্ষ সমর্থক দলগুলিকে এবং স্থানীয় এম-এল-এ ও এম-পি মহাশয়দিগকে এই প্রচেষ্টায় সামিল হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

আমকর

অবশেষে আমকর বসাইবার প্রস্তাব হইতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশনকে আমের মরশুমে অতিরিক্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করাইতে হয়। তাই ঝুড়ি প্রতি বিশ পয়সা হিসাবে আমকর বসিতে পারে বলিয়া সংবাদ শুনা যাইতেছে।

আমকর বসিলে বিক্রেতার কিছু যায় আসে না। আমের মত জিনিস 'খাইব না' বলিয়া ফিরিয়া যাইবেন, এমন কেহ নীতিবাদী থাকিতে পারেন। বাড়ীর আশেপাশে, উপরে-নীচে তাবৎ শিশুর দল বর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত এই ফলটির খোসা ফুটাইয়া চুম্বন, দন্তস্ফুটন প্রভৃতি প্রক্রিয়া একের পর এক চালাইতে থাকিবে, আর নীতিবাদীর সন্তানেরা হাঁ করিয়া নীরসনীতি চর্বণ করিবে—ইহা হইতে পারে না।

সুতরাং ঝুড়ি প্রতি বিশ পয়সা গ্রাহকদের উপর বর্তাইয়া যাইবে। আমের নৈকষ্য, ভঙ্গ প্রভৃতি কৌলীন্য যাহাই থাকুক, ঝুড়ি-সিংহাসনে বসিলেই করের আওতায় পড়িতে বাধ্য। মওকা বাগানের মালিকদেরও। তাঁহারা এই সুবাদে যৎকিঞ্চিৎ পাইলেও পাইতে পারেন।

অভিজাত শ্রেণীর আম-লিচু রাজধানী পাড়ি দেয়, বলিয়া এখানকার বাজারে হেঙ্গিপেঙ্গি'রা জমায়েত হইয়া নীল রক্তের গর্বে ফুলিয়া থাকে। ইহাদের আঁটি-খোসা-ডাল-পাতা এখানেও স্তূপীকৃত হয়। তাই মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে আমকর, লিচুকর বসান যায় কি না ভাবিতে অনুরোধ করি। অবশ্য এই কর ফলভোগী ক্রেতাকেই দিতে হইবে। কর বদল হইয়া করটি যাইবে এই মাত্র। আয় বাড়িবে কর গ্রহীতার, ব্যয় বাড়িবে ভক্ষকের। বর্তমান বৎসর ভাল নয়। অতএব হে আম্রকানন, হে লিচু-উদ্যান, সব 'ছুপ্ যাও'। ধান গমের মত এই বৎসর অন্ততঃ তোমাদের ফলন সংবরণ কর।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

ভাগীরথীর অবস্থা

এখনও গ্রীষ্মকাল আসিতে বিলম্ব আছে। হেমন্তেই ভাগীরথী প্রায় জলশূন্যা। মোহানায় জল নাই পূতসলিলা আজ সূত্রকায়া। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ ভাগীরথীর স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন না, আমরা ইহা বলি না তবে প্রতি বৎসরের চেষ্টা বিফল হইতেছে ইহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। খলপার বাঁধ দেওয়ায় ড্রেজার ব্যবহার করার ফল প্রতি বৎসরই দেখা যাইতেছে। পূর্ত-বিভাগ এক্ষণে যদি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তবেই মঙ্গল; নতুবা কিছুদিন পর ভাগীরথী-তীরবাসিগণ যে পানীয় জলের অভাব বোধ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জলের ন্যূনতাই এতদ্দেশে রোগবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। নৌবাণিজ্য বিদায় লইয়াছে।

(ভাগীরথীর প্রতি নিষ্করুণ যেমন তৎকালীন ইংরেজ শাসক, একালীন স্বদেশী শাসকও তেমনি রয়েছেন। ফরাক্কাসংক্রান্ত বেমক্কা কর্তৃপক্ষীয় জিদ বিশেষজ্ঞকে উপেক্ষা করেছে; ফল ফলছে। ভাগীরথীকে প্রবহমানা করবার ভরসা মিলছে কই?)

অসাধারণ আয়

ধনকুবের মিঃ জন, ডি, রকফেলারের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন। তাঁহার বার্ষিক আয় ৩০ কোটি টাকা; অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ৫৮২৯২২৫৲ টাকা। আরও সোজা ভাষায় বলিতে গেলে প্রতি মিনিটে তাঁহার আয় ৫৭০৲ টাকা।

(টাকার হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যমানে এখন কত দাঁড়ায়? রকফেলার তখনকার দিনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই এটা করেছিলেন। আজকাল বহু কুবের, কুবেরপুত্র, কুবের পৌত্র আছেন যাঁরা স্বেদবিন্দুর নির্গমন ব্যতীতই রকফেলারকে ফেল মেরে দিতে পারেন।)

'জঙ্গিপুর সংবাদ' ১৮।১৩২২, ইং ১৭।১১।১৯১৫

॥ কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর জন্মতিথি ॥

(আগামী শ্রীপঞ্চমী তিথি কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর ৭৬তম জন্মতিথি। কবি-পরিচিতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁর 'বিরহী মাধব,' 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতিই কবিকে বিদগ্ধজনের মনের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। বর্ত্তমানে কবি হৃদ্‌রোগাক্রান্ত এবং মর্ম্মাহত। কেন না অসাধারণ মনোবলে যিনি দীর্ঘদিন বয়োধর্ম্মের স্থবিরত্বকে ঝেড়ে ফেলে মনের তারুণ্য বজায় রেখে আমাদের মাঝে এসেছেন বার বার, তিনি আজ একরকম বন্দীজীবন কাটাচ্ছেন। তিনি বলেছেন—এটা তাঁর পক্ষে বিরাট শাস্তি। কবির দ্রুত রোগ মুক্তি ও দীর্ঘসুস্থ-জীবন প্রার্থনা করছি। এই প্রসঙ্গে কবির জন্মদিনে বনফুল' প্রেরিত কবিতাটি প্রকাশ করে কবিকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী)

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আকর্ষণ মনে মনে প্রবল গভীর ;
বাহিরে প্রকাশ নাই, সম্ভাবনা নাই
প্রকাশের। এক কবি দোসর কবির
অন্তরে পশিয়া কহে যে রূপকথাই
অরূপে তা মূর্ত্তি ধরে আশ্চর্য্য ছবির,
সে ছবিরে বাস্তবের নাগাল না পাই।
একই আকাশে থাকি চন্দ্র-রবির
ভিন্ন দ্যুতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁই।
কেহ কারও পাই না নাগাল, তবু তারা
পরস্পরে ওতপ্রোত। রৌদ্র-রূপান্তর
কৌমুদী শশীর, চাঁদিমার আঁধিয়ারা
সূর্য্যবক্ষে আঁকিয়াছে তিমির-প্রান্তর।
এক কবি খুঁজিতেছে দোসর কবিরে,
বৃথা খোঁজা : চন্দ্র কভু পায় না রবিরে।

— বনফুল

॥ ঋষি অরবিন্দের পবিত্র চিত ভস্ম ॥

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মালদহ হতে বহরমপুর যাওয়ার পথে ঋষি অরবিন্দের পবিত্র চিতাভস্ম ধুলিয়ান-অরঙ্গাবাদ হয়ে বেলা ১২টা নাগাদ এখানে আনা হয়। ফুলের মালা ও ফুলে সাজান চিতাভস্মাধারটি একটি জীপগাড়ীর ওপরে রাখা ছিল। গাড়ীটি হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে শহর ঘুরে সদরঘাটে এসে থামলে জঙ্গিপুর পৌরসভা, মাতৃচক্র, শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী কমিটি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেস প্রভৃতির পক্ষ হতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভীড়ের চাপে অনেকের পক্ষে দর্শনলাভে খুব অসুবিধা হয়।

বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর!

—দাদাঠাকুর

বিদ্যারম্ভ হ'ল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরু ম'শাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।

তোরই কৃপায় যশের সহিতে
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ,
ঘরে এসে দেখি আমারে পড়া'তে
বিষয় বিভব হয়েছে শেষ।

ছ'মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব ;
এ দিকে যে আমি বন্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।

দেনা ক'রে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট ;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।

দেনা দেখে আমি করি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ—
ছ'টি মাস যদি হাকিমী করি ত
সকল দেনাই করিব শোধ।

খাসামোদ করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হাকিমীর নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয় না হাকিম
চাই এতে সুপারিশের জোর।

হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয়স্বজন,
যুক্তি সকলে দিল আমায়—
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমীর চেয়ে অধিক আয়।

এম-এ, পাশ করি দারোগা হইব!
অদৃষ্টের ফের বাপরে বাপ!
আমি হ'নু রাজি, বিধাতা তো নয়,
দু' ইঞ্চি কম বুকের মাপ।

দিন দিন দিন আয়ু হ'ল ক্ষীণ—
বয়স পঁচিশ গত যে প্রায়!
সরকারী পোষ্ট আজ না পাইলে
জীবনে কি আর মিলিবে হায়?

বিদ্যার গরম হইল ঠাণ্ডা,
ভাঙ্গিল আমার দাঁতের বিষ—
পঁচিশ মুদ্রা ভাতা নিয়ে হ'নু
কেরাণী-গিরির এপ্রেন্টিস্।

কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
i) আই এর ফুটকি (t) টীর মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ৎ।

আপিসের যিনি বড় বাবু মোর,
দু'বেলা তাঁহারে মাখাই তেল।
তবু ভুল পেলে দেন টিটকারী—
'এম-এ পাশ করে এই আক্কেল?'

সারাটী পৃথিবী দেখি অন্ধকার
সাহেব যখন করেন রাগ।
গোটা দুই টাকা উপরি পাইলে
ভাবি আমি আজ মেরেছি বাঘ।

নয়টা বাজিতে আপিসেতে ছুটি,
পেটে দিয়ে ছাই ভস্মটা,
চাবুকের চোটে ছু'টে চলে যথা
ছ্যাকড়া গাড়ীর অশ্বটা।

স্বাস্থ্য আমার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
হজম হয় না মুগের জুস্।
হজম হয় শুধু সাহেবের তাড়া,
আর টাকা সিকে যা' পাই ঘুস্।

চোর লুটে রাতে আমি লুটি দিনে
মোর চেয়ে ভাল ডাকাত চোর।
স্বাস্থ্য সারল্য ফিরে দে আমার
বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর।

॥ সুবর্ণ সুযোগ ॥

জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

বিশেষ ক্যাম্প

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন হাসপাতালে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাপক পুরুষ অস্ত্রোপচার সুরু হ'চ্ছে।

॥ এই বিশেষ ক্যাম্পের বৈশিষ্ট্য ॥

★ ক্যাম্প চলবে মাত্র ৪ সপ্তাহ।

★ থাকছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ঔষধের ব্যবস্থা।

★ অস্ত্রোপচারের পরই রাহা খরচ ৪ টাকা সমেত মোট সরকারী অনুদান নগদে ৪৪ টাকা প্রত্যেককে দেওয়া হবে।

আজই আপনার কাছের হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বি, ডি, ও, অথবা অঞ্চল অফিসে যোগাযোগ করুন।

ডাঃ কে, আর, সরকার,
মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

Memo. No. 129(6) Inf/M/Advt.

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষক নিয়োগ

আমি মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আমি জানাচ্ছি না, জানাচ্ছি নিয়োগ পদ্ধতির বিরুদ্ধে। শিক্ষক নিয়োগের পূর্ব্বে পত্রিকার মাধ্যমে দরখাস্তের আহ্বান করা হয় এবং সেই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রচুর বেকার তাঁদের দরখাস্ত জমা দেন। তারপর শোনা গেল যে, লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। কিন্তু জানতে পারলাম শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে গেছে এবং স্থানীয় কমিশনারগণ তাঁদের অঞ্চলের গরীব প্রার্থীদের বিনা ইন্টারভিউতেই মনোনীত করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তাদের মধ্যে কিছু সত্যই গরীব তা বলে প্রত্যেকেই নয়।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই কিছু প্রশ্ন আসে। (১) নিয়োগের পদ্ধতি নিশ্চয়ই মেধার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

(২) যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা যখন প্রত্যেকেই দুঃস্থ নন, তখন এই নিয়োগ কি একটা স্বজন-পোষণের জলন্ত উদাহরণ নয়? পরিশেষে আমি বলতে চাই যে মিউনিসিপ্যালিটির কোন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নন এমন নিরপেক্ষ লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে মেধা ও দরিদ্রতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা চাইছেন মেরুদণ্ডহীন সমাজের হতভাগ্য যুবকের দল। নমস্কারান্তে

শুভাশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথগঞ্জ

চলন্ত ট্রেণ হতে নামতে গিয়ে মৃত্যু

মির্জাপুর, ৩১শে জানুয়ারী—গত ৩০শে জানুয়ারী গনকর ষ্টেশনে চলন্ত ডাউন গয়া প্যাসেনজার ট্রেণ হতে নামতে গিয়ে পশই গ্রামের ভিকু মালের একমাত্র পুত্র পাঁচকড়ি মাল (২৮) 'লাংস্' ফেটে মারা যায়।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ধুলিয়ান, ১লা ফেব্রুয়ারী—গত ২৩শে জানুয়ারী কাঞ্চনতলা হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন সমসেরগঞ্জ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। বিভাগ 'ক' তে মহঃ সোহরাব আলি, 'খ' তে মহঃ মুস্তফা হাকিম এবং বিভাগ 'গ' তে বিনোদকুমার গুপ্ত সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জ্জন করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানের অধিকারী হয়। মেয়েদের বিভাগে কুমারী বিলাসিনী সাহা চ্যাম্পিয়ান হয়। এই উপলক্ষে সর্ব্বশ্রী শ্যামকেশ দাস, ডাঃ ইন্দুভূষণ সরকার, ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত, শ্রীসুধীর সাহা প্রভৃতি স্থানীয় প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ্‌দের অভিনন্দিত করা হয়।

অরবিন্দ স্মৃতি শ্রদ্ধার্ঘ

বাহাগলপুর, ১লা ফেব্রুয়ারী—গত ২৩শে জানুয়ারী স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দের প্রচেষ্টায় ষষ্ঠীতলায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা-শাসক শ্রীকালীপদ ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর জেলা জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীবিজয়কুমার গুপ্ত।

"Wanted a S. F./H. S. passed or to equivalent clerk for Jangipur Muniriah High Madrasah. Pay as per G. A. Rules. Apply on or before 15. . 73 to the Secretary."

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

বাহাগলপুর, ১লা ফেব্রুয়ারী—গত ২৬শে জানুয়ারী এখানকার উত্তরপাড়া ফ্রি পাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ডাঃ মৃণাল দাশগুপ্ত, মনসুর আলি ও স্বদেশ দাসের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। তরুণ শিল্পী মহঃ সামসের খান তাঁর সহ-শিল্পীদের নিয়ে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ডাঃ দাশগুপ্ত জাতীয় জীবনে প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুলের চোখে শ্রীপঞ্চমী-শ্রী

আগামী কাল শ্রীপঞ্চমী—জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী অর্চনার পুণ্য বাসন্তী উষালগ্ন। জ্ঞানপ্রজ্ঞাসাধক ভক্তিনম্র প্রণতি জানান—'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। বাগ্দেবীর বন্দনা করেছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব স্ব স্ব ধ্যানধারণায়—'যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা'।

সরস্বতী জনগণদেবী, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ তাঁর আছে। দুর্গা-কালী নীলরক্তের। সেদিক থেকে সরস্বতী সহজপ্রাপ্যা, সহজসাধ্যা। তাই শহর-পল্লী-পাড়া-অলিগলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির মত সরস্বতী পূজার বারোয়ারী অনুষ্ঠান।

কিছুদিন আগেও এই পূজার শহুরে জৌলুষ ছিল আলোয় ও মণ্ডপসজ্জার নানা বৈচিত্র্য সাধনের ঝোঁকে। হালফিলকালে এই ঝোঁক এসেছে প্রতিমা নির্মাণের উপকরণে। গতানুগতিক খড়-মাটি-রং সাজ ত আছেই; নূতনত্ব এই যে কাঠের গুঁড়ো-শোলা-বাঁশ-কাগজ-সুতো-শণ-সাবান মোম-ধান-সাগু-সুজি-ঝিনুক-এ প্রতিমার আত্মপ্রকাশ—কুশলী শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনার ফসল।

গণনকলী পরীক্ষাপাশের বর দিতে মাকে চিন্ময়ী হতে হয় না; হালকা পাঠক্রমের জন্যে তাঁর চিন্তা থাকে না; কার্যকরী শিক্ষার বদলে বেকার শিক্ষার প্রবর্তনে ভক্তদের জন্যে তাঁর উদ্বেগের কারণ দেখি না। এহেন মমতাময়ী মাকে মনের মাধুরী দিয়ে গড়ার নানা প্রয়াস। শ্রীবাতুল শিল্পী হলে চেষ্টা করত সেলুনকাটা চুল, ডিমের খোলা, মাছের আঁশ, হাঁস মুরগীর পালক দিয়ে মায়ের রূপায়ণের।

ফসল তছরুপের অভিযোগে ৮ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৩০শে জানুয়ারী—এই থানার ছামুগ্রামের শ্রীপ্রদীপ মুখার্জ্জীর অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুরের এস, ডি, পি, ও গতকাল রাত্রি ৯টা নাগাদ সি, আর, পি বাহিনী নিয়ে ঐ গ্রামে হানা দিয়ে দুঃশাসন ঘোষ, অর্জ্জুন ঘোষ, জগবন্ধু ঘোষ,

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই ফেব্রুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি শ্রীনির্মল দাস গতকাল উমরপুর মোড় হতে এ অঞ্চলের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত মুকলেসুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেন। উক্ত দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্মল বাবুকে রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তরফ হতে আমরা অভিনন্দন জানাই। শ্রীদাসের নিকট আমাদের অনুরোধ এই শহরে সমাজের উচ্চাসনে বসে এখনও যাঁরা নেপথ্যে থেকে হীন জঘন্যতম ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি যেন জনগণের সামনে তাঁদের মুখোশ খুলে দেন এবং প্রতিকারমূলক কাজের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনের উপর মানুষের লুপ্ত আস্থা ফিরিয়ে আনেন।

পূর্বে দেখেছি, যে সব ও, সি এই রকম দুর্নীতি দমনে তৎপর হয়েছেন, তাঁদের হঠাৎ বদলী হতে হয়েছে। আমরা আশা করছি, শ্রীদাসের এই থানায় কার্যকাল কিছু দন স্থায়ী হয় যাতে করে সমাজের পাপবীজগুলো সমূলে উপড়ে যায়।

জঙ্গিপুরের কড়চা

এ মাটি ধন্য হোলো

কারমাইকেল রোডের উপর এই তো সেদিন কত শত দর্শকের ভীড়। তাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা। অন্তরের ভক্তি আর শ্রদ্ধা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সেদিন এখানের মানুষ। জঙ্গিপুরের মাটি পেল শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহাবশেষের স্পর্শ, জঙ্গিপুরের মানুষ পেল তাঁর পূত দেহভস্মের পুণ্য দর্শন। পুষ্প, পুষ্পমাল্য আর পুষ্পস্তবক দিয়ে এখানের মানুষ নিবেদন করেছিল তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য শতবর্ষের শ্রীঅরবিন্দের প্রতি।

ওরা কাজ করে

শীতের সকাল। জঙ্গিপুরের জোলাপাড়ার পথের উপর তখন উঁকি-ঝুঁকি মারছে সকাল বেলাকার সূর্য্যের আলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা করছে রোদপড়া জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি। রাস্তার উভয় পাশের ঘরের ভেতরে বসে তাঁতি বুনে যাচ্ছে তাঁত। অন্ধকার ঘরের মাঝে তারা যেন অসূর্য্যম্পশ্য। নিরলসভাবে ঘুরিয়ে যাচ্ছে তাঁতের মাকু, বুনছে কাপড়ের টানা-ভরনা। পাশাপাশি বাড়ী হতে তাঁত চালানোর খট্ খট্ শব্দ যেন এক অদ্ভুত ঐকতানের সৃষ্টি করেছিল সেই সকাল বেলা। দেখা হলো মিঞা সাহেবের সাথে। তাঁতের কথা বলতেই তিনি বললেন—'সুতোর টানা-পোড়নে কাপড় খেই ধরছি বটে কিন্তু জীবন-যুদ্ধের টানা-পোড়নে খেই পাচ্ছি না, তবুও কাজ করছি।'

[ফসল তছরুপের অভিযোগে ৮ জন গ্রেপ্তার] ৫ম পৃষ্ঠার পর

মঙ্গল ঘোষ, রূপচাঁদ ঘোষ, জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীনন্দন ঘোষ এবং সনাতন ঘোষকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের বিরুদ্ধে গরু-মহিষ ইত্যাদি দিয়ে জোর করে মাঠের ফসল খাওয়ানো এবং দলবদ্ধভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের জমির ফসল নিজেদের বাড়ীতে তোলার (১৪৭, ১৪৮, ৩৭৯ ধারা এবং ২৬ সি, টি, এ্যাক্ট) অভিযোগ আনা হয়েছে। ধৃত আটজনকেই আজ সকালে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

Wanted immediately for Sagardighi S. N. High School, P. O. Sagardighi, Murshidabad one M. Sc. in Mathematics in Deputation Vacancy. Apply by 12. 2. 73.

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে.

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।